পাক্ষিক

আহ্‌মদী

সম্পাদক
এ. এইচ, এম,
আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ ॥ ২৪শ সংখ্যা
১৭ই বৈশাখ ১৩৯১ বাংলা ॥ ৩০শে এপ্রিল ১৯৮৪ ইং ॥ ২৮শে রজব ১৪০৪ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ঃ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' | ৩০শে এপ্রিল ১৯৮৪ | ৩৭শ বর্ষ : ২৪শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আ'রাফ (৯ম পারা ১৭শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : ঈমানের হেফাজত ও লজ্জা-শরম	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৪
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদক : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৬
* বিশেষ দোয়াসমূহ :		৮
* মসজিদ বিধ্বস্ত করার আলটিমেটাম :	মূল :--চৌধুরী আজিজ আহমদ (সিনিয়ার এডভোকেট লাহোর হাইকোর্ট) অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ	৯
* এক্ হর্‌ফে নাসেহানা :	অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৪
* সংবাদ :		১৮

শুভ বিবাহ

(১) বিগত ৩০শে মার্চ ১৯৮৪ইং অবসরপ্রাপ্ত সদর মুরুব্বী মৌলানা সৈয়াদ এজাজ আহমদ সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র জনাব সৈয়দ রেয়াজ আহমদ সাহেবেরে শুভ বিবাহ যয়ীমে আ'লা ঢাকা মজলিসের আনসারুল্লাহ জনাব আবদুল কাদের ভুঞা সাহেবের তৃতীয় কন্যা মোসাম্মৎ মালেকা পারভীন (ঝরণা)-এর সহিত ২০,০০১ টাকা দেন মোহর ধার্যে ঢাকা দারুত তবলীগ-মসজিদে জুমুয়ার নামাজের পর সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান বরের পিতা মৌলানা এজাজ আহমদ সাহেব।

উক্ত বিবাহ সর্বতোভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

(২) গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী রোজ মঙ্গলবার ভালুকা নিবাসী মৌঃ মোঃ আঃ খালেক খান সাহেবের তৃতীয় পুত্র মোঃ আইয়ুব খান সাহেবের সহিত ১০১০১ (দশ হাজার একশত এক টাকা) মোহরানা ধার্য্য করিয়া গফরগাঁও নিবাসী মৌঃ মোঃ বাবর আলী সাহেবের কনিষ্ঠ কন্যা মোসাম্মৎ রমিজা খাতুনের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। উক্ত বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য সকল আহমদী ভাই ও বোনের নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৭ বর্ষ : ২৪শ সংখ্যা

৩০শে এপ্রিল ১৯৮৪ইং : ১৭ই বৈশাখ ১৩৯১ বাংলা : ৩০শে শাহাদত ১৩৬৩ হিঃ শামসী

সুরা আ'রাফ

[ইহা মক্কী সুরাহ, বিসমিল্লাহসহ ইহার ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে]

নবম পারা **১৭শ রুকু**

১৪৩। এবং আমরা মুসার সহিত ত্রিশ রাত্রির ওয়াদা করিয়াছিলাম এবং ঐগুলিকে আরও দশ (রাত্রি)-এর সহিত মিলাইয়া পূর্ণ করিয়াছিলাম, এইরূপে তাঁহার রব্বের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হইল। এবং মুসা তাহার ভ্রাতা হারুনকে বলিল, তুমি (আমার অনুপস্থিতিতে) আমার জাতির মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, এবং তাহাদের সুপরিচালনা করিবে এবং (দেখিও) ফাসাদকারীদের পথের অনুসরণ করিবেনা।

১৪৪। এবং যখন মুসা আমাদের নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইল এবং তাহার রব তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন, তখন মুসা বলিল, হে আমার রব্ব! তুমি আমাকে নিজ দর্শন দাও, যেন আমি তোমাকে দেখিতে পাই. উত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি আমাকে কখনও দেখিতে পাইবেনা, তবে তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি উহা স্বস্থানে স্থির থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখিবে, অতঃপর যখন তাহার রব্ব ঐ পাহাড়ের উপর জ্যোতিঃ বিকাশ করিলেন, তখন তিনি উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন এবং মুসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেল, অতঃপর যখন মুসা সংজ্ঞা লাভ করিল, তখন সে বলিল, (হে রব) তুমি সকল ত্রুটি হইতে পবিত্র, আমি তোমার নিকট অবনত হইতেছি, এবং (বর্তমান যুগে) আমি সকল ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে প্রথম ঈমান আনয়নকারী।

১৪৫। (উত্তরে আল্লাহ) বলিলেন, হে মুসা, নিশ্চয় আমি আমার পয়গাম সমূহ ও কালাম দ্বারা (সমসাময়ীক) মানব সকলের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিলাম। অতএব আমি তোমাকে যাহা কিছু দিলাম উহা তুমি দৃঢ়ভাবে ধর, এবং কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হও।

১৪৬। এবং আমরা তাহার জন্য কতকগুলি ফলকের মধ্যে প্রত্যেক বিষয়ের উপদেশ এবং যুগের (প্রয়োজন অনুযায়ী) প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখিয়া দিলাম,

অতএব (হে মুসা!) তুমি উহাদেরকে মযবুতভাবে ধর এবং তোমার জাতিকেও আদেশ কর, যেন তাহারা উহার উৎকৃষ্ট বিষয়াবলীকে মযবুতভাবে ধরিয়া রাখে; অচিরেই আমি তোমাদিগকে দুষ্কৃতিকারীগণের বাসস্থান দেখাইব।

১৪৭। অচিরেই আমি ঐ সকল লোককে আমার নিদর্শন সমূহ হইতে (বঞ্চিত করিয়া) দূর করিয়া দিব, যাহারা অন্যায়ভাবে যমীনে অহংকার করে এবং তাহারা যদি সকল প্রকার নিদর্শনও দেখে তবু তাহারা উহাদের উপর ঈমান আনিবেনা; এবং যদি তাহারা হেদায়েতের পথ দেখিয়াও লয়, তথাপি তাহারা উহাকে (তাহাদের) পথ হিসাবে (কখনও) অবলম্বন করিবেনা, কিন্তু যদি তাহারা বিপথগামীতার পথ দেখে, তবে উহাকে তাহারা অবলম্বন করিবে। ইহা এই জন্য যে তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে এবং সেগুলি সম্বন্ধে তাহারা গাফিল।

১৪৮। এবং যাহারা আমাদের আয়াত সমূহকে এবং পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের কর্ম সমূহ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহারা শুধু তাহাদের কৃতকর্মের ফলই ভোগ করিবে।

১৪৯। এবং মুসার জাতি তাহার (সফরে যাওয়ার) পর নিজেদের অলংকার দ্বারা (আত্মাবিহীন) এক গো বৎস বানাইল যাহা শুধু (প্রাণহীন) দেহ ছিল, যাহার মধ্য হইতে হাম্বা রব বাহির হইত, তাহারা কি এতটুকু বিবেচনা করিল না যে উহা তাহাদের সহিত কথা বলে না, এবং তাহাদিগকে কোন পথ দেখায় না? তাহারা অযৌক্তিকভাবে উহাকে মাবুদ বানাইল এবং তাহারা যালেম (অর্থাৎ মুশরেক) হইয়া গেল।

১৫০। এবং যখন তাহারা লজ্জিত হইল এবং বুঝিতে পারিল যে তাহারা বিপথগামী হইয়াছে, তখন তাহারা বলিল, যদি আমাদের রব্ব আমাদের উপর রহম না করেন এবং আমাদিগকে ক্ষমা না করেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হইব।

১৫১। এবং যখন মুসা ক্রোধ ও দুঃখ ভরে তাহার জাতির নিকট ফিরিল, তখন সে বলিল, তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে আমার প্রতিনিধি হইয়া যে কাজ করিয়াছ উহা অত্যন্ত মন্দ; তোমরা কি তোমাদের রব্বের আদেশের (অপেক্ষা না করিয়া পথ উদ্ভাবনের) ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করিয়াছ? (এবং আমি ফিরিয়া না আসায় ঘাবরাইয়া গিয়াছ?) এবং সে (ওহী লিখিত) ফলকগুলি (যমীনে) রাখিয়া দিল এবং নিজ ভ্রাতার মাথার চুলে ধরিয়া নিজের দিকে হেঁচড়াইয়া আনিল, সে (হারুন) বলিল, হে আমার মায়ের পুত্র! নিশ্চয় এই জাতি আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল, এবং আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, অতএব তুমি আমাকে শত্রুদিগের নিকট হাস্যাস্পদ করিও না, এবং আমাকে যালেমদের অন্তর্গত করিও না।

১৫২। (ইহা শুনিয়া মুসা) বলিল, হে আমার রব্ব! তুমি আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উভয়কে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর এবং তুমিই রহমকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রহমকারী। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

ঈমানের হেফাজত ও লজ্জা-শরম

হযরত নো'মান বিন বশীর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন :—"হালাল" (সিদ্ধ) ও হারাম (অসিদ্ধ) সুস্পষ্ট, কিন্তু উহাদের মধ্যে কিছু সন্দেহজনক বিষয় আছে, যাহা অধিকাংশ লোক জানে না। সুতরাং যাহারা সন্দেহজনক বিষয় হইতে বাঁচিয়া চলে, তাহারা নিজেদের ধর্ম ও মর্যাদাকে রক্ষা করে এবং যে ব্যক্তি সন্দেহ জনক বিষয়াদির মধ্যে পড়ে, সে যথাসম্ভব হারামের মধ্যেই পতিত হয়, অথবা অপরাধ করিয়া বসে। ঐরূপ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ঠিক সেই রাখালের ন্যায়, যে নিষিদ্ধ এলাকার কাছা-কাছি তাহার মেষপালকে চরিতে দেয়। উহার ফলে যথাসম্ভব তাহার মেষপাল নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবিষ্ট হয়। সাবধান! প্রত্যেক রাজার একটি ঐরূপ রক্ষিত এলাকা থাকে, যাহার মধ্যে কাহারও জন্য প্রবেশাধিকার নাই। স্মরণ রাখিও যে, আল্লাহ্তায়ালার তদ্রূপ রক্ষিত এলাকা হইল তাঁহার হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়াদি। আরও শুন যে মানবদেহে একটি মাংস-পিণ্ড আছে, যতক্ষণ উহা সুস্থ থাকে ততক্ষণ সারা দেহ সুস্থ থাকে এবং যখন উহা খারাপ ও ব্যাধিগ্রস্থ হয়, তখন সারা দেহ রুগ্ন ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। খুব উত্তমরূপে স্মরণ রাখিবে যে, সেই মাংস-পিণ্ডটি হইল মানবহৃদয়।" (মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন :— "ঈমানের ষাট বা সত্তর বা তদূর্ধ ভাগ আছে। উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগটি হইল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলা এবং উহার সাধারণ ও সহজ অংশ হইল পথ হইতে অনিষ্টকর জিনিষ দূর করিয়া দেওয়া। লজ্জা-শরমও ঈমানের অঙ্গ।" (মুসলিম)

হযরত আবু মসউদ আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন :—পূর্ববর্তী নবীগণ কর্তৃক বর্ণিত প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি সমূহের মধ্য হইতে যাহা মানুষের নিকট পৌঁছিয়াছে, তন্মধ্যকার একটি হইল : 'যখন কাহারও লজ্জা-শরম লোপ পায়, তখন সে যাহা ইচ্ছা, (অবাধে) তাহাই করে।" (বুখারী)

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) এক দিন তাঁহার সাহাবীগণকে বলিলেন : 'আল্লাহ্তায়ালার প্রতি পূর্ণ এবং সত্যিকাররূপে লজ্জা পোষণ কর। সাহাবীগণ বলিলেন : হে আল্লাহ্র নবী! সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি আমাদিগকে তাঁহার প্রতি লজ্জা-বোধ দান করিয়াছেন। নবী করীম (সাঃ আঃ) বলিলেন, তাহা নয়, বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার লজ্জা রাখে, সে তাহার মাথা এবং উহাতে সন্নিবেশিত ধ্যান-ধারণা গুলির হেফাজত করে ; সে তাহার উদর ও উহাতে সে যে খাদ্য গ্রহণ করে, উহার হেফাজত করে ; সে মৃত্যু ও পরীক্ষা এবং বিপদাবলীকে স্মরণ রাখে ; সে আখেরাতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পার্থিব জীবনের চাকচিক্যের প্রতি আকর্ষণ বর্জন করে। সুতরাং যে ব্যক্তি এইরূপ জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করে, সে-ই সত্যিকাররূপে আল্লাহ্র প্রতি লজ্জা পোষণ করে।" (তিরমিযি)

{হাদিকতুস সালেহীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত}

অনুবাদ : **এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

দুশমন আমার ক্রমবর্ধমান উন্নতির পথে বহু প্রকারের অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবে কিন্তু সেগুলি আল্লাহতায়ালা অপসারিত করিয়া দিবেন।

যখন আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে কোন মামুর (আদিষ্ট মহাপুরুষ) আগমন করেন তখন মানুষ সাধারণতঃ তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এবং বড় (উচ্চ শ্রেণীর) লোক এবং আলেমগণ বিশেষতঃ তাঁহার দিকে মনোযোগ দেওয়া দোষণীয় মনে করেন, কিন্তু খোদাতায়ালা হইলেন 'গনী'—('বেপরোয়া'—কাহারো কোন পরোয়া করিয়া চলেন না—অনুবাদক) এবং তাঁহার প্রেরিত ও মামুরগণও যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশে এক (বিশেষ) খেদমতের কাজে নিয়োজিত হইয়া থাকেন, সেজন্য তাঁহারাও বেপরোয়া হইয়া থাকেন এবং নিজদিগকে দুনিয়ার মোহ্‌তাজ বা মুখাপেক্ষী বলিয়া মনে করেন না। বরং যেমন তাঁহারা আল্লাহ্‌র মহান সত্তার 'মাযহার' (ঐশী-গুণাবলীর বিকাশস্থল) হইয়া থাকেন, তেমনি সেই মহান সত্তা হইতে 'গণী' সিফতের অংশ বিশেষও লাভ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি দুনিয়াতে খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে আসেন তাঁহাকে এক বিশেষ প্রকারের হিম্মত, সাহস ও উদ্যম দান করা হয় এবং দৃঢ় সংকল্পে এক অপ্রতিরোধ্য ও অবিশ্রান্ত উদ্যোগ ও অধ্যবসায় প্রদান করা হয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা বড়ই সাহসিকতার অধিকারী হইয়া থাকেন। আমরা স্বকীয়ভাবে কাহারও অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারি না। মানুষ তো মানুষের উপর সেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

ইহা কেবল আল্লাহ্‌তায়ালারই অনুগ্রহ যে, সহস্র সহস্র বরং লক্ষ লক্ষ মানুষকে (নিজেদের মধ্যে অভিনব নেক ও পবিত্র পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে) আকর্ষণ করিয়া তাঁহার দিকে আনয়ন করেন। এই ক্ষেত্রে কোন বানোয়াট বা কৃত্রিমতার প্রয়োজন বা অবকাশ নাই। চব্বিশ বৎসরের অধিক কাল গত হইয়াছে যখন খোদাতায়ালা আমার নিকট এই ইলহাম (ঐশীবাণী) নাজেল করিয়া ছিলেন : "ইয়ানসুরুকা রিজালুন নূহী ইলাইহিম মিনাস সামায়ে, ইয়াতিকা মিন কুল্লি ফাজজিন আমীক ইয়াতুনা মিন কুল্লি ফাজজিন আমীক, ওলা তুসায়য়ের খাদ্দাকা লেখালকিল্লাহি, ওলা তাসয়াম মিনান নাস।"

অর্থাৎ—"আমরা মানুষের অন্তঃকরণে ওহি করিব এবং (সেই বলে) তাহারা তোমার সাহায্য করিবে। বহু দূরদূরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া লোকজন তোমার নিকট উপস্থিত হইবে। তুমি লোকসমাগম বশতঃ—যাহারা তোমাকে কেন্দ্র করিয়া সমবেত হইবে—বিরক্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িও না।"

এইগুলি এমনই সময়ের কথা, যখন আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অজ্ঞাত ছিলাম। কোন একটি মানুষও আমার সঙ্গে ছিলনা। আমার গ্রামের বাহিরের কেহ আমাকে জানিত না (এমতাবস্থায়) কোন ব্যক্তি ইহা বিশ্বাস করিতে পারেনা যে, (কোন সময়) এরূপ আকর্ষণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হইবে যে তাহারা কাদিয়ানের ন্যায় অখ্যাত স্থানে দূরদূরান্ত হইতে আকৃষ্ট হইয়া চলিয়া আসিবে! সুতারাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, খোদাতায়ালার বাণীসমূহ কত পরিস্কার ভাবে বাস্তবে পূর্ণ হইয়া চলিয়াছে! এমন এমন অঞ্চল হইতে লোকজন আসেন, যেখানে আমাদের ধ্যান-ধারণায়ও আমাদের তবলীগের নাম-নিশানা বিরাজ করেনা এবং তাহারা এমন ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সহিত আসেন যে তাহাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় আমাদের ঈর্ষা হয়।

তেমনিভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে ফরমাইয়াছেন :

اذا جاء نصر الله و الفتح و انتهى امر الزمان الينا أ ليس هذا بالحق -

"ইযা জায়া নাসরুল্লাহে ওয়াল ফাৎহু ওয়ান্তাহা আমরুজ্জামানি ইলাইনা, আলাইসা হাজা বিলহাক্ব।"

অর্থাৎ—"অদূর ভবিষ্যতে সেই যুগ আসিবে যখন আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে সাহায্য ও বিজয় দান করিবেন এবং আমাদের দিকে জামানার সার্বিক বিষয়ের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। তখন বলা হইবে, 'ইহা কি সত্য নয়?' অর্থাৎ এই সেলসেলা (অর্থাৎ আহমদীয়া জামাত)-এর সত্যতা ও যথার্থতার উপর জামানা প্রকাশ্য ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। একস্থলে ইহাও ফরমাইয়াছেন যে, "মানুষ তোমার ক্রমবর্ধমান উন্নতিকে বাধাদানে প্রয়াসী হইবে কিন্তু আমি (আল্লাহ্‌) তোমার সাহায্য করিব, এবং দুশমন তোমার পথে বহু প্রকারের অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবে কিন্তু সেগুলি আমি অপসারিত করিয়া দিব এবং তাহারা তোমাকে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে।" সুতরাং আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, চব্বিশ বৎসর পূর্বেকার (আর এখন শতাধিককাল পূর্বের —অনুবাদক) ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পূর্ণ হইতেছে। প্রতিটি ব্যক্তি যে আমার নিকট উপস্থিত হয়, সে (প্রকৃতপক্ষে) এই ভবিষ্যদ্বাণীটিকে পূর্ণ করে।

দোওয়াই বিজয়ের চাবিকাঠি

দোওয়ার উপরই আমাদের সব নির্ভর। দোওয়াই একমাত্র হাতিয়ার, যদ্বারা মুমেন প্রতিটি কাজে বিজয় ও সাফল্য লাভ করিতে পারে। আল্লাহ্‌তায়ালা মুমেনকে দোওয়া করিতে তাকিদ করিয়াছেন। বরং সে (মুমেন) দোওয়ার জন্য অপেক্ষামান থাকে। আমরা দেখিতে পাই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের দোওয়াগুলিকে খাস ফজলের দ্বারা কবুল করিয়া থাকেন। দোওয়ার মাধ্যমে মানুষ প্রতিটি বিপদ ও ব্যাধি হইতে বাঁচিয়া যায়।" (মলফুজাত, সপ্তম খণ্ড; সাপ্তাহিক আল-বদর, ১লা জুলাই ১৯০৪ ইং প্রকাশিত; ৩১শে মে ১৯০৪ ইং তাঁহার নিকট বেনারস হইতে আগত মৌলভী ইলাহী বখস সাহেবের উপস্থিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদ)।

অনুবাদ :—**মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** (সদর মুরুব্বী)

জুম্‌য়ার খোৎবা

আজ প্রতিটি আহমদী মহিলা ও পুরুষের উচিত দোওয়ার হাতিয়ার হাতে তুলিয়া লওয়া। দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নাই যাহা এই হাতিয়ারের মোকাবিলা করিতে পারে।

শত্রু যখন ভয় দেখায়, আপনারা তখন সাহস ও উদ্যম ছাড়িবেন না। আল্লাহতায়ালা আপনাদিগকে পৃথিবীর সর্বত্র প্রাধান্য দানের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। নিশ্চিত বিশ্বাস রাখুন, আপনারাই বিজয়ী হইবেন এবং আপনাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিতে যাহারা প্রয়াসী, তাহারা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

মজলুম যখন জালিমের সপক্ষেও দোওয়া করে তখন খোদাতায়ালার রহমত উহা সুনিশ্চিত কবুল করিয়া লয়।

হুজুর (আইঃ) আহ্‌বাবে-জামাতকে (পাকিস্তানে সাম্প্রতিক বিরোধিতার) এই দিন গুলিতে তাসবীহ্ ও তাহ্‌মীদ ও দরুদ শরীফ এবং অন্যান্য দোওয়া (যেগুলি পৃথক ভাবে ৮ম পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল—অনুবাদক) এবং নামায তাহাজ্জুদ আদায়ের জন্য বিশেষ ভাবে তাকিদ করেন।

হুজুর (আইঃ) সুরা বাকারার ১২ ও ১৩ নং আয়াত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া বলেনঃ কুরআন করীমে উল্লেখিত ধর্মাবলীর ইতিহাস অধ্যয়নে জানা যায় যে, যখনই খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে মানবজাতির ইসলাহ ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে মা'মুর (আদিষ্ট মহাপুরুষগণ) আসিয়া থাকেন, তখন দুনিয়া দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং এ উভয় দল মানুষকে খোদার দিকে আহ্বান জানায়। প্রকৃতপক্ষে ঐ দুইটি দল পরস্পর ভিন্ন এবং একে অন্যের বিরুপ হইয়া থাকে। সেই সময়ে দুনিয়া (মানুষ) দ্বিধাগ্রস্থ হইয়া পড়ে—কোন্ দলটিকে অনুসরণ করিবে?

উভয় দলের মধ্যকার পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যমূলক কথার উল্লেখ করিয়া হুজুর বলেন, কুরআন করীম নবীদের ইতিহাস এবং তাঁহাদের অবস্থা ও ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া এ প্রশ্নটির উত্তর দান করে এবং ইহার চূড়ান্ত ফয়সালা মানুষের বিবেক-বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দেয় যাহাতে তাহারা নিজেরা ফয়সালা করে যে কোন্ দলটি 'মুসলেমীনের' এবং কোন্‌টি 'মুফ্‌সেদীনের'। হুজুর বলেন, হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামানাতেও এই প্রকার ভিন্ন দাবীকারক দুইটি দলের মধ্যে মোকাবিলা হয়। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দুশমনরা তাঁহাকে এবং তাঁহার সাথীদিগকে তরবারীর বলে তাহাদের ধর্মে ফিরাইয়া

আনার এবং প্রত্যেক প্রকারের মৌলিক হক ও সত্বাধীকার হইতে বঞ্চিত করিবার এবং তাঁহার ইবাদতগৃহ ও উপাসনালয়গুলিকে বিধ্বস্ত ও নির্মূল করার অকল্যাণজনক প্রয়াস পায় এবং পরম নিন্দনীয় প্রচেষ্টা চালায়। ইহার মোকাবিলায় আল্লাহতায়ালা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলেন :— انما انت مذكر o لست عليهم بمسيطر o

"ইন্নামা আন্তা মুযাক্কির, লাস্তা আলাইহিম বিমুসাইতির।"

(—"তুমি একজন উপদেশক মাত্র, তুমি তাহাদের উপর দারোগা নও।") অনন্তর তিনি তাঁহার অনুসারী গোলামদের এরূপ তরবিয়ত দান করিলেন যে তাঁহারা আজীবন পূণ্য ও নেক কথার আদেশ দিতে থাকেন এবং "লা ইকরাহা ফিদ-দ্বীন" ("ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রকারের জবরদস্তি ও বল-প্রয়োগের অবকাশ নাই"—না জোর করিয়া কাহাকেও ধর্মে আনা যায়, না কাহাকেও জোরপূর্বক ধর্মে রাখা যায়, আর না জোর করিয়া কাহাকেও তাহার ধর্মের গণ্ডি হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করা যায়—অনুবাদক)—পবিত্র কুরআনের এই শিক্ষা তাঁহাদের মাধ্যমে ঘোষিত ও অনুসৃত হয়।

হুজুর বলেন, জামাত আহমদীয়ারও দুশমনদের সহিত মোকাবিলা হইবে। সেই সময়ে দুশমনের অস্ত্রের মোকাবিলায় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে অস্ত্র আমাদিগকে দান করিয়াছেন তাহা হইল দোওয়ার অস্ত্র। ইহা এমনই অস্ত্র, যাহার মোকাবিলায় অপরাপর সব অস্ত্র অক্ষম ও ব্যর্থ বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

হুজুর আহ্বাবে জামাতকে সম্বোধন করিয়া বলেন, প্রতিটি গালি-গালাজের উত্তরে তাসবীহ্ ও তাহ্মীদ করুন এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ প্রেরণ করুন। কে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 'আল' (অর্থাৎ প্রকৃত ও সত্যকার অনুসারী) বলিয়া আখ্যাত হওয়ার উপযুক্ত হকদার—তাহা আল্লাহ্তায়ালাই উত্তম জানেন। ইহার পর হুজুর বর্তমানকালে বিরাজমান অবস্থায় সাতটি দোওয়া বিশেষভাবে পাঠ করিবার জন্য হেদায়েত দান করেন। (এই দোওয়াগুলি পৃথকভাবে দেওয়া হইল—অনুবাদক)।

হুজুর (আইঃ) আরো বলেন, আজ প্রতিটি আহমদী মহিলা ও পুরুষের উচিত দোওয়ার এই হাতিয়ার হাতে তুলিয়া লওয়া। দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নাই যাহা এই হাতিয়ারের মোকাবিলা করিতে পারে।

খোৎবার পরিশেষে হুজুর (আইঃ) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর দুইটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি পেশ করিয়া বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পন্থা ও উপায় হইল দোওয়া। সুতরাং শত্রু যখন ভয় দেখায়, তখন আপনারা সাহস ও উদ্যম ছাড়িবেন না। আল্লাহ্তায়ালা আপনাদিগকে পৃথিবীর সর্বত্র প্রাধান্য দানের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। নিশ্চিত বিশ্বাস রাখুন, আপনারাই প্রবল ও বিজয়ী হইবেন এবং আপনাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য যাহারা তৎপর, তাহারা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

সানী খোৎবা প্রদানকালীন হুজুর (আইঃ) একটি দোওয়া—

"আল্লাহুম্মাহ্দে কাওমী ফাইন্নাহুম লা ইয়া'লামুন।"

(অর্থাৎ—"হে আমার আল্লাহ্‌, আমার জাতিকে হেদায়াত দাও, কেননা তাহারা (কি কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়াছে তাহার পরিণাম সম্বন্ধে) জানেনা, প্রকৃত জ্ঞানও তাহারা রাখেনা"—অনুবাদক)—এই দোওয়াটি বারংবার পাঠ করার বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং বলেন, যে, "মজলুম যখন জালিমের পক্ষে দোওয়া করে তখন খোদাতায়ালার রহমত উহা সুনিশ্চিত কবুল করিয়া লয়।" (আল-ফজল, ৯ই এপ্রিল ১৯৮৪ইং)

সাম্প্রতিককালের জন্য বিশেষ দোওয়া সমূহ *

রাবওয়া—৬ই শাহাদত/এপ্রিল, সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ রাবে (আইঃ) জুময়ার খোৎবায় আহ্‌বাবে-জামাতকে খোদাতায়ালার সাহায্য ও সমর্থন এবং দ্বীনের গালাবা লাভের জন্য নামায তাহাজ্জুদ আদায় করার এবং নিম্নরূপ দোওয়া সমূহ বহুল পরিমাণে পাঠ করার জন্য উপদেশ দান করিয়াছেন :—

(১) তাসবীহ ও তাহমদী এবং দরুদ শরীফ।

(২) "ইয়া হাফীযু ইয়া আযীযু ইয়া রাফীকু।" অর্থাৎ, হে হেফাজতকারী, হে পরাক্রমাশালী, হে বন্ধু।"

(৩) "ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুমু বিরাহ্‌মাতিকা নাসতাগীস।" অর্থাৎ, 'হে চিরজীবিত ও জীবনদানকারী, হে চিরসংরক্ষিত ও সংরক্ষণকারী, তোমার রহমতের জন্য আমরা কাতর প্রার্থনা জানাই।'

(৪) "রাব্বে কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা, রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা।"

অর্থাৎ, হে আমার রব্ব প্রত্যেকটি জিনিস তোমার অনুগত, হে আমাদের রব্ব, আমাদের হেফাজত কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।"

(৫) "রাব্বানাগফের লানা যুনুবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কওমিল কাফেরীন।"

অর্থাৎ' "হে আমাদের রব, আমাদের গোনাহ্‌ (ভুল ত্রুটি) এবং আমাদের (উপর ন্যাস্ত কর্তব্যের) বিষয়ে আমাদের সীমা-লঙ্ঘনকে ক্ষমা কর, আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং অবিশ্বাসীদের মোকাবিলায় আমাদিগকে সাহায্য ও সাফল্য দান কর।"

(৬) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজয়ালুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাযুযুবিকা মিন শুরুরিহিম।"

"হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।"

(৭) "আল্লাহুম্মাহ্‌দে কাওমী ফাইন্নাহুম লা ইয়ালামুন।"

(আল-ফজল ৯ই এপ্রিল ১৯৮৪ইং)।

অনুবাদক :— মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ** (সদর মুরুব্বী)

---

* গত সংখ্যায় যে দোওয়ার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল,, উহা অত্র তালিকা অনুযায়ী সংশোধন করিয়া লইবেন।

মসজিদ বিধ্বস্ত করার আলটিমেটাম

পাকিস্তানে ইসলামিক আইডিওলজী কাউন্সিল সরকারকে যে সকল সুপারিশ পেশ করিয়াছে সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়া এক বিশেষ শ্রেণীর কিছু সংখ্যক লোক একখানা বহুল প্রচারিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকারকে 'আল-টিমেটাম' (চরমপত্র) দিয়াছে যে, সরকার যদি আহ্‌মদীদিগের নিজদিগকে মুসলমান বলা, আজান দেওয়া এবং তাহাদের মসজিদগুলিকে মসজিদ নাম দেওয়াকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষণা না করে, তাহা হইলে সারা পাকিস্তান ব্যাপী অবস্থিত আহমদীদের মসজিদগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়া হইবে।

যে সকল লোক উক্ত দাবী উত্থাপন করিতেছে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় এবং উহার গঠন ও উন্নয়নে তাহাদের ভূমিকা—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকালে ধর্মেরই নামে পাকিস্তান ও উহার প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে তাহাদের অশুভনীয় আচরণ ও অতীব নিন্দনীয় প্রপাগেণ্ডা এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের বিষাক্ত জীবাণু বিস্তারে তাহাদের ঐতিহাসিক লীলাখেলা এ সব কিছু উপেক্ষা করিলেও সর্বপ্রথম ও প্রধান প্রশ্ন এই দাঁড়ায়-যে মার্শাল ল' সরকারের পক্ষে নৈতিকতা ও আইনের দৃষ্টিতে এবং কুরআন মজিদের আহ্‌কাম ও শিক্ষামালার আলোকে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষ উদ্দীপক এই আলটিমেটাম অনুমোদন দেওয়াটা কি সিদ্ধ, না অসিদ্ধ? সঙ্গত, না অসঙ্গত?

পাকিস্তান সৃষ্টিকাল হইতে অদ্যাবধি পরপর তিনটি সংবিধান প্রণীত ও প্রবর্তিত হয়। প্রতিটি সংবিধানে তৎকালীন আইন গঠনকারী সংসদ প্রত্যেক পাকিস্তানী নাগরিকের মৌলিক অধিকার সমূহ স্বীকার করিয়া এই জরুরী ও অনিবার্য শর্তটিও আরোপ করিয়াছে যে, সর্ব-স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকার পরিপন্থি প্রতিটি আইনগত ধারা বা সংবিধান বিলুপ্ত ও বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং সরকার এরূপ কোন আইন গঠন করিবে না যদ্বারা মৌলিক মানবাধিকার সমূহকে পদদলিত বা সংকোচিত করা হয়। এই মৌলনীতির ব্যাঘাত বা ব্যতিক্রমে যে কোন আইনই রচিত হইবে তাহা সেই ব্যাঘাত বা ব্যতিক্রমের অনুপাতে বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে। ১৯৩৫ সনের গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এ্যাকটে ২৯৪(১) নং ধারা; ১৯৫৬ সনের সংবিধানে ৯০/১৫ নং আর্টিক্যাল; ১৯৬২ সনের সংবিধানে ৬ নং আর্টিক্যাল এবং ১৯৭৩ সনের সংবিধানে ৮নং আর্টিক্যাল দ্রষ্টব্য।

এই সকল ধারা অনুযায়ী স্বীকৃত মৌল মানবাধিকারসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত মৌল মানবাধিকারগুলিকে কোন কানুন বা আইন পদদলিত বা রহিত করিতে পারে না :—

ধর্মের স্বাধীনতা ঃ

(ক) প্রত্যেক নাগরিক যে কোন ধর্ম অবলম্বন করার, উহা পালন করার এবং উহা প্রচার করার অধিকার রাখে।

(খ) প্রতিটি ধর্মের অনুসারীবৃন্দ এবং উহার প্রতিটি ফের্কা বা সম্প্রদায় স্বীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাগারসমূহ স্থাপন করিয়া উহাদের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা করিবার অধিকার রাখে। ১৯৫৬ সনের সংবিধানে ৩২ (২) নং আর্টিক্যাল, ১৯৬২ সনের সংবিধানে ১০নং আর্টিক্যাল এবং ১৯৭৩ সনের সংবিধানে ২০নং আর্টিক্যাল দ্রষ্টব্য।

সমগ্র পাকিস্তানীদের মধ্যে সমতা ঃ

১। সকল পাকিস্তানী নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং তাহারা আইনগত নিরাপত্তার ও সংরক্ষণের সমান অধিকার রাখে এবং

২। শ্রেণী বা জাতি ভিত্তিতে (তাহাদের মধ্যে) কোন বৈষম্য বা স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। ১৯৬২ সনের সংবিধানে ১৫নং আর্টিক্যাল এবং ১৯৭৩ সনের সংবিধানে ২৫ নং আর্টিক্যাল দ্রষ্টব্য।

চাকুরীর নিরাপত্তা ঃ

যে কেহ পাকিস্তানের চাকুরীগুলিতে নিযুক্তির উপযুক্ত হইবে, তাহার বিরুদ্ধে ধর্ম, জাত, শ্রেণী, বাসস্থান এবং জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্য করা হইবে না।

১৯৩৫ সনের গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এ্যাকটে ২৩২-২৩৩ নং ধারা; ১৯৫৬ সনের সংবিধানে ৪০নং আর্টিক্যাল, ১৯৬২ সনের সংবিধানে ১৭নং আর্টিক্যাল এবং ১৯৭৩ সনের সংবিধানে ২৭নং আর্টিক্যাল দ্রষ্টব্য।

প্রতিটি সুসভ্য দেশে ঃ

আইনগত সংরক্ষণাবলী ব্যতীত প্রতিটি সুসভ্য দেশে (যেসব দেশের কাতারে আল্লাহ্-তায়ালার অনুগ্রহক্রমে অদ্যাবধি পাকিস্তানও পরিগণিত) আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের অধীনে প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে কতকগুলি মৌলিক অধিকার সর্বস্বীকৃত—যেমন, মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দলিল বা সনদ অনুসারে জাতিসংঘের জেনারেল এসেম্বলী ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ ইং ঘোষণা করিয়াছিল। পাকিস্তান নিজের ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত মানবাধিকারসমূহ স্বীকার করিতে এবং পালন করিতে বাধ্য।

ARTICLE : 1.

All human beings are born free and equal in dignity and rights, They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

ARTICLE : 3.

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

ARTICLE : 7.

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against incitement to such discrimnation.

ARTICLE : 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion ; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

ARTICLE : 21.

(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

(2) Everyone has the right to equal access to public service in his country,

(3) The will of the people shall be the basis of the authority of government ; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedure.

ARTICLE : 26

(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory, Technical and professional. education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit,

(2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship, among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

(3) Parents have prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

অবিকল সেই সকল মৌলিক অধিকার ঃ

যদি আমরা 'ফাইজে-আ'ওয়াজ —তথা বক্তৃতার যুগে পাকিস্তানের গোড়া ও চরম-পন্থী উলামাদের আকীদা ও ধ্যান-ধারণাকে বাদ দিয়া বা উপেক্ষা করিয়া চিন্তা-ভাবনা করি তাহা হইলে সুস্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে যে, আজ সুসভ্য দেশগুলিতে মানুষের যে

সকল মৌলিক অধিকার স্বীকৃতি লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে সেগুলি প্রায় ঐ সকল মৌলিক অধিকারই বটে যাহা সর্বশেষ আসমানী কিতাব নাজেল করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালা সমগ্র মানবজাতিকে প্রদান করিয়াছেন এবং যেগুলি সরকারে-দু'-আলম রহমতুল্লিল আলামীন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তাঁহার পবিত্র জীবদ্দশায় পালন ও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, যেগুলির সন্ধান পাইয়া প্রতিটি মানুষ অবিভূত হইয়া পড়ে এবং তাহার ওষ্ঠধারায় সর্বশ্রেষ্ঠ মাহ্‌বুবে-খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ ও সালাম জারী হইয়া যায়—"আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মদিও ওয়া আলে মুহাম্মদ।"

কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন—لا اكراه فى الدين (সুরা বাকারাহ্‌ : আয়াত ২৫৬) অর্থাৎ, প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার রহিয়াছে, সে তাহার ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী যে কোন ধর্ম অবলম্বন করিতে পারে। কেননা ধর্মের ক্ষেত্রে কোন প্রকারের চাপ বা বল প্রয়োগ সঙ্গত নয়। ইহা সুস্পষ্ট যে, চাপ বা বল প্রয়োগের দ্বারা মন-মস্তিষ্কে প্রাধান্য বিস্তার করা যায় না, অন্তঃকরণ জয় করা যায় না। قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤ من و من شاء فليكفر (১৮:২৬)—এই ইলাহী ফরমানটি যদি দৃষ্টি গোচরে থাকে. তাহা হইলে ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রকারের চাপ সৃষ্টি ও জোর খাটানোর কোন অবকাশই থাকিয়া যায় না কেননা আলাহ্‌তায়ালা সুস্পষ্টরূপে বলিতেছেন :-"বলিয়া দাও যে, এই সত্য তোমার রব্বের পক্ষ হইতে নাজেল হইয়াছে ; সুতরাং যাহার ইচ্ছা হয় সে ইহাতে ঈমান আনয়ন করুক, আর যাহার ইচ্ছা, ইহা অস্বীকার করিয়া দিক।"

হে জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞ সুধীবৃন্দ !

বিবেকবান, চৈতন্যসম্পন্ন, জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞ সুধী বৃন্দের উচিত এই আসমানী সনদ ও কিতাব এবং মনোনীত ধর্মের ব্যাপারে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রদত্ত স্বাধীনতা পুষ্ট অধিকারের আলোকে ফয়সালা করা যে পাকিস্তানে মার্শাল ল' সরকার গঠিত ইসলামিক আইডিয়লজী কাউন্সিল (যাহার গুরু ব্যয়ভার এই দরিদ্র ও ইসলাম-প্রিয় দেশের বয়তুল-মাল বহু বৎসরকাল ব্যাপী বহন করিয়া আসিতেছে) এই কাউন্সিল সুস্পষ্ট ও সুবিদিত রাব্বানী ঘোষণা সত্বেও কোন কলেমা বিশ্বাসী জামাতের আজান দানে এবং নিজেদের মসজিদকে মসজিদ বলাতে দণ্ড প্রয়োগের সুপারিশ করিয়া কি ধরণের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন ?!

বরং ইহাও ফয়সালা করার বিষয় যে—এই ব্যাপারে মৌলবী সাহেবরা সরকারকে যে আল্‌টিমেটাম (চরমপত্র) দিয়াছে—উহার ইসলামী ও আইনগত অবস্থান কোথায় এবং কি ? তেমনি কোন হুশ-জ্ঞান ও চৈতন্য সম্পন্ন সরকার কি এই আল্‌টিমেটাম অনুমোদন পূর্বক এমন কোন আইন রচনা ও প্রয়োগ করিতে পারে. যাহা মানুষের মৌলিক অধিকারকে পদদলিত ও নস্যাৎ করিয়া দেয় ? এবং বিশ্বের জাতিবর্গের দৃষ্টিতে শুধু নিজেরাই কুখ্যাতির ভাগী হয় না, বরং সেই সঙ্গে স্বীয় দেশ ও মুসলমান জাতিকেও বদনাম করে ?

একটি সুউজ্জ্বল বাস্তব সত্য ঃ

উল্লিখিত আইডিয়লজী কাউন্সিল হয়ত বা জানিয়া-শুনিয়াই এই সুউজ্জ্বল বাস্তব সত্যটিকে উপেক্ষা করিয়াছেন যে, যে ইমারত বা স্থানকে ইবাদতের জন্য ওক্‌ফ বা নির্দিষ্ট করা হয় এবং যেখানে আল্লাহ্‌তায়ালার হুজুরে সিজদা করা হয় উহাকে 'মসজিদ' বলা হয়।

ইসলামের পূর্বেও জগতে মসজিদসমূহ বিদ্যমান ছিল। এরূপ দুইটি মসজিদের উল্লেখ স্পষ্টভাবে (সূরা বনী ইস্রাইলে এবং আসহাবে-কাহ্‌ফের স্মরণে নির্মিত) কুরআন শরীফে করা হইয়াছে। আর হযরত নবী আখুরুজ্জামান সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উম্মতের জন্য তো এরূপ প্রতিটি জায়গাই মসজিদ বলিয়া পরিগণিত, যেখানে আল্লাহ্‌তায়ালার কোন আজেয বান্দা এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসারী ও আশিকগণ নামাজ পড়িয়া সিজদা করেন—আল্লাহ্‌তায়ালার এরূপ মসজিদকে বিধ্বস্ত ও ধূলিস্যাৎ করিয়া দেয় অথবা আগুন ধরাইয়া পুড়াইয়া দেয়—এমনটি করা কি মৌলবী সাহেবদের অধিকারভূক্ত ব্যাপার ? ! !

মসজিদ বিধ্বস্তকারীগণ !

ঐ সকল পবিত্র ইমারত বা গৃহ, যেগুলি ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ও ওক্‌ফকৃত, যেগুলিতে অহোরাত্র মানবকুল শিরোমণি ও সমগ্র সৃষ্টির মৌল কারণ—হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার আল ও বংশধর এবং প্রকৃত নিষ্ঠাবান অনুসারীদের প্রতি দরুদ প্রেরণ করা হয়, আল্লাহ্‌তায়ালার চিরস্থায়ী সর্বজনীন শরীয়ত বিধান কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা হয় এবং যেখানে নিজেদের প্রিয় মাতৃভূমি এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র হেফাজত ও সমৃদ্ধির জন্য দরদে-দেলের সহিত অহরহ দোওয়া করা হয়—সেগুলিকে বিধ্বস্ত ও ধূলিস্যাৎ করিবার ইরাদা একমাত্র ঐ সকল লোকেই করিতে পারে, যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার সর্বশেষ পবিত্র বিধান কুরআন মজীদে বলিয়াছেন ঃ—

ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ٥

অর্থ—"এবং আল্লাহ্‌ যদি একদলকে আর একদলের দ্বারা বাধা দান না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় মঠ, গির্জা, উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ—যেগুলিতে আল্লাহ্‌তায়ালার নাম বহুল পরিমাণে উচ্চারিত হয়, সেগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়া হইত।"

হায়! এই মৌলবী সাহেবান কখনও যদি চিন্তা করার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিতেন যে, জোর-জবর, বল-প্রয়োগ, জুলুম-অত্যাচার ও নির্যাতনকারীদের কি পরিণাম ঘটিয়া থাকে! কুরআন মজীদে "সিরু ফিল আরজে"—এই নির্দেশ এজন্যই দেওয়া হইয়াছে যে, বিশ্বের মানব ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া যেন জ্ঞান লাভ করা হয় যে, যাহারা ধর্মের ব্যাপারে বল প্রয়োগ, অবিচার ও অত্যাচারকে সঙ্গত মনে করে, তাহাদের কি শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়া থাকে !!

কিন্তু শত আক্ষেপ যে ইতিহাস আমাদিগকে ইহাই জানায় যে, ইতিহাস হইতে খুব সচরাচরই কেহ শিক্ষা গ্রহণ করে!

(সাপ্তাহিক "লাহোর" উর্দ্দু ম্যাগাজিন—২১শে এপ্রিল ১৯৮৪ ইং সংখ্যায় প্রকাশিত)

মূল ঃ—**চৌধুরী আজিজ আহমদ,**
সিনিয়র এডভোকেট, লাহোর হাই কোর্ট।

অনুবাদ ঃ—**মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,** (সদর মুরুব্বী)

এক্ হর্ফে নাসেহানা

(একটি আন্তরিক সদুপদেশ)

[এক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনাধীন সুচিন্তিত উপায়ে পাকিস্তানে আহ্মদীয়া জামাতকে বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের প্রধান সামরিক প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউল হক কর্তৃক গঠিত ইসলামিক আইডিওলজী কাউন্সিল বিগত জানুয়ারী মাসে সরকারের নিকট আহ্মদীদের ধর্মীয় ও মানবিক অধিকার নস্যাৎকারী কতকগুলি সুপারিশ পেশ করেন—যে-গুলিকে ভিত্তি করিয়া সে দেশের গোড়া ও উগ্রপন্থী রাজনৈতিক উলামারা নাটকীয়ভাবে প্রায় দুই মাস যাবৎ আহ্মদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে চমর মিথ্যা অপবাদ ও অশ্লিল গালি-গালাজপূর্ণ প্রপাগাণ্ডা ও জঙ্গী আন্দোলনের মাধ্যমে কয়েকটি আহ্মদীয়া মসজিদ পোড়াইয়া বা বিধ্বস্ত করিয়া এবং একজন আহ্মদীকে ছুরিকাঘাতে শহীদ করিয়া সরকারকে ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে আহ্মদীদের বিরুদ্ধে সকল সুপারিশ ও দাবী মানিয়া লওয়ার জন্য চরমপত্র দেয়।

জামাত আহ্মদীয়ার পক্ষ হইতে ঐসলক সুপারিশ বা দাবীকে স্বয়ং পাকিস্তানের সংবিধান, আন্তর্জাতিক আইন-কানুন, প্রাঞ্জল ও বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণ এবং পবিত্র কুরআন ও হাদিস ও সর্বস্বীকৃত বুজুর্গানে-উম্মতের ফয়সালা ও অভিমতের কষ্টি পাথরে খণ্ডন করিয়া "এক্ হরফে নাসেহানা" ('একটি আন্তরিক সদুপদেশ') শিরোনামে একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় যাহা সমগ্র পাকিস্তান ব্যাপী সুধীবৃন্দের নিকট পৌছানো হয়। উক্ত পুস্তিকাটি চূড়ান্তভাবে 'এতমামে-হুজ্জত' এর এক উজ্জল স্বাক্ষর বহন করিতেছে। এই জোরালো, সাবলীল ও অনবদ্য প্রবন্ধটিতে পেশকৃত সুস্পষ্ট যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য সমূহকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া বিগত ২৭শে এপ্রিল পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট মানবতা বিরোধী ও ইসলামের জন্য চরম কলঙ্কজনক অর্ডিনেন্স জারী করিয়া আহ্মদীদিগকে নিজেদের মুসলমান বলার, তাহাদের মসজিদকে মসজিদ বলার, নামাজের পূর্বে আজান দেওয়ার এবং তাহাদের ধর্ম-বিশ্বাস (ইসলাম) প্রচার করার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। নিম্নে উক্ত পুস্তিকাটির বঙ্গানুবাদ পেশ করা হইল] :—

বিগত কিছুকাল যাবৎ পাকিস্তানের কয়েকটি পত্রিকায় কতকগুলি বিশেষ মহলের পক্ষ হইতে এই আওয়াজ উথাপন করা হইতেছে যে, আহ্মদীদিগকে যেহেতু একটি সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে 'অমুসলিম' বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে সেজন্য তাহাদিগকে 'ইস-লামী শায়া'য়ের ও পরিভাষা সমূহ—যেমন নবী, রসুল, সাহাবী, উম্মুল মুমেনীন, আহ্লে-বায়ত, আলাইহিস-সালাম, রাজিয়াল্লা আনহু, মসজিদ, আজান ইত্যাদি ব্যবহারে বাধা দান করা হউক, কেননা ইহাতে মুসলমানদের ভাবানুভূতিতে আঘাত লাগে।

একটু ভাসাভাসা দৃষ্টিপাতেই ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে, উক্ত দাবী ইসলামের সার্বজনীন, শাশ্বত, মনোরোম ও হৃদয়গ্রাহী নীতি ও শিক্ষামালার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেনই বা হইবে না ?! ইসলাম ইনসানিয়াতের মর্যাদা এবং বিবেকের স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ পতাকাবাহী। তারপর বিশ্বে সাধারণভাবে প্রচলিত সংসদীয় ব্যবস্থাসমূহ এবং আইনগঠনের সর্বস্বীকৃত দিক-নির্দেশক

নীতিমালার প্রতিই দৃষ্টিপাত করুন। সেগুলির নিরীখেও উল্লিখিত দাবী অগ্রহণযোগ্য এবং উহাদের মানদণ্ড হইতেও স্খলিত ও উপেক্ষণীয় বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

১৯৭৩ সালের সংবিধানে সম্পাদিত ২নং সংশোধণী—যাহাকে কেন্দ্র করিয়া উক্ত দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে—উহা একটি 'সংজ্ঞা' (Definition) মাত্র। এই সংজ্ঞা অনুসারে আহ্‌মদী-দিগকে আইনগত উদ্দেশ্যে মুসলমান বলিয়া বিবেচনা করা হয় নাই। অন্য কথায়, উহা এরূপ একটি কানুন যাহা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য প্রবর্তিত, উহার প্রয়োগ আহ্‌মদীদের উপর হইবে না। ইহা ব্যতীত এই আইনগত বা সাংবিধানিক সংশোধনীটি আর অধিকতর কোন কিছুর দাবী রাখে না, এবং সংবিধানের এই সংশোধনী আহ্‌মদীদের অপরাপর অধিকার এবং ধর্মীয় নিরাপত্তা ও সংরক্ষণাবলীকে কোন রূপেও নস্যাৎ, খর্ব বা সীমিত করিতে পারে না।

ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম। কুরআন করীম খোদাতায়ালার কালাম এবং ইহাতে দেওয়া শিক্ষামালা কোন বৈষম্য ব্যতিরেকে সমগ্র মানবজাতির মঙ্গল ও কল্যাণ এবং রুহানী উন্নয়নাবলীর উদ্দেশ্যে নির্ধারিত। ইসলাম বিবেক, চিন্তা ও চৈতন্যের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় পরমতসহিষ্ণুতার এত জোরদার আহ্বায়ক যে ইহার নজির অন্যান্য ধর্মে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং আলোচ্য দাবী ইসলামের নামে পেশ করাটা সুনিশ্চিৎ ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

যখন আমরা আলোচ্য দাবীটিতে অপেক্ষাকৃত কিছুটা বিস্তারিতভাবে দৃষ্টিপাত করি, তখন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব হয়, যেগুলি উপেক্ষা করিয়া আমরা কোন যুক্তি-যুক্ত ও ন্যায় সঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিনা। যেমন কয়েকটি প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে :—

(ক) যদি পাকিস্তানের বর্তমান গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠ সমষ্টির দৃষ্টিতে আহ্‌মদীগণ অমুসলিম হইয়া থাকে তাহা হইলে আহ্‌মদীরা কোন্ ধর্মের অনুসারী এবং তাহাদের সেই ধর্মটা কি ?

(খ) আহ্‌মদীদের ধর্মও কি এই গণতান্ত্রিক সংগরিষ্ঠরা সাব্যস্ত ও নিরূপন করিবে অথবা আহ্‌মদীরা নিজেরা তাহাদের ধর্ম নিরূপন ও নির্দিষ্ট করার অধিকার রাখে ?

(গ) যদি আহ্‌মদীদের ধর্ম সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিরূপন বা সাব্যস্ত করার কথা হইয়া থাকে তাহা হইলে আহ্‌মদীরা কি অধিকার রাখে না সেই সাব্যস্তকৃত ধর্ম গ্রহণে অস্বীকার করার এবং সেই আকীদার উপর ঈমান রাখার যে আকীদা ও ধর্ম বিশ্বাসে তাহারা সর্বান্তঃ-করণে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে ?

ইহা স্পষ্ট যে, কোন সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষও এই প্রশ্নগুলির উপর চিন্তা-ভাবনা করিয়া ইহা ছাড়া আর অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেনা যে, আহ্‌মদীদের আকীদা ও ধর্মের কোন নামকরণের অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠদের যদিও বা ছিল, তথাপি সংখ্যা-গরিষ্ঠদের এই অধিকার নাই যে প্রথমে তাহারা আহ্‌মদীদের ধর্ম-বিশ্বাসের নাম তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য কিছু রাখে, তারপর আবার তাহাদের ধর্মও নিজেরা রচনা করিয়া দেয় এবং

কোন কিতাবকে মানার এবং কোন কিতাবকে না মানার আদেশও দেয়। সুতরাং যখন একমাত্র আহ্‌মদীগণই নিজেদের ধর্মের বিবরণ ও রূপ-রেখা বিবৃত করার সঙ্গত অধিকারী, তাহা হইলে ফয়সালা বা নিষ্পত্তি সাপেক্ষ বিষয় থাকিয়া যায় শুধু এটুকুই যে, স্বয়ং আহ্‌মদীদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাহাদের আকায়েদ বা ধর্মীয় বিশ্বাস কি এবং কোন্ কথা ও বিষয়গুলির উপর আমল করা তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় এবং কি কি কথা বা বিষয় হইতে বিরত থাকার আদেশ আছে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করে। ইহা সুস্পষ্ট যে, আহ্‌মদীয়া ধর্ম-বিশ্বাস আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার ভাষা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তবে শুনুন আহ্‌মদীয়া সেলসেলার প্রবর্তকের ভাষায় আহ্‌মদীদের ধর্ম কী :—

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?" (আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

"আমরা মুসলমান ; 'ওয়াহেদ লাশরীক'—এক ও অদ্বিতীয় খোদার উপর ঈমান রাখি এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-কলেমায় বিশ্বাসী এবং খোদাতায়ালার কিতাব কুরআন করীম এবং তাহার রসুল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে, যিনি 'খাতামান-নবীঈন' মানি

এবং ফিরেশতা, ইওমুলবা'স, দোযখ ও বেহেস্তের উপর ঈমান রাখি। নামায পড়ি, রোযা রাখি এবং আমরা আহ্‌লে-কিবলা। এবং খোদা ও রসুল (সাঃ) যাহা কিছু হারাম করিয়াছেন তাহা হারাম বলিয়া জানি এবং যাহা কিছু হালাল করিয়াছেন তাহাই হালাল বলিয়া নির্ধারণ করি। আমরা শরীয়তের কোনকিছু বাড়াই ও না এবং কোনকিছু কমও করি না। এক কণা পরিমাণও কম-বেশী করিনা। বরং যাহাকিছু রসুলুল্লাহ্ সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে—যদিও উহা বুঝিতে পারি অথবা উহার অন্তর্নিহিত রহস্য বুঝিয়া উঠিতে না পারি এবং উহার প্রকৃত স্বরূপ ও তত্ত্ব উদঘাটনে অক্ষম হই—তথাপি উহা স্বীকার করি ও পালন করি। আমরা খোদাতায়ালার ফজলে খাঁটি তৌহীদে বিশ্বাসী মুমেন মুসলমান।"

(নূরুল হক. ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫)

ইহাই হইল আহ্‌মদীয়া সেলসেলার প্রতিষ্ঠাতার নিজ ভাষায় বর্ণিত আহ্‌মদীদের ধর্ম বিশ্বাস। এই আহ্‌মদীয়া ধর্ম-বিশ্বাসের নাম গয়র আহ্‌মদী সংখ্যাগরিষ্ঠগণ যাহা ইচ্ছা রাখুক কিন্তু আহ্‌মদীয়া ধর্ম-বিশ্বাসকে পরিবর্তন করার তাহাদের কোন অধিকার নাই।

দ্বিতীয় মৌলিক প্রশ্নটি হইল এই যে আহ্‌মদীগণ যে ধর্ম-বিশ্বাসকে খাঁটি ইসলাম জ্ঞান করিয়া পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত অনুসরণ ও আমল করিয়া চলিয়া আসিতেছে উহা যদি অপরাপরের দৃষ্টিতে ইসলাম না হইয়া থাকে বরং অন্য কোন ধর্ম হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই ইহার নাম রাখিতে পারেন, কিন্তু এই ধর্মের অনুসারীদিগকে উহা মানিয়া চলায় বাধা দেওয়ার কোন অধিকার জগতে কাহারও নাই।

ইহাই সেই বিষয়, যাহা সম্মুখে রাখিয়া পাকিস্তানের সংবিধানে ২০নং আর্টিক্যালটি উহার শামিল করা হইয়াছে। উক্ত আর্টিক্যাল অনুযায়ী প্রতিটি পাকিস্তানী নাগরিকের এই অধিকার আছে, সে যে আকীদা এবং ধর্ম-বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকে উহা সে প্রকাশ্যে অভিব্যক্ত করিতে পারে, পালন করিতে পারে এবং প্রচার করিতে পারে।

যদি যুক্তিগত ও ধর্মীয় শাস্ত্রগত আবেদন সমূহ উপেক্ষাও করা হয় তথাপি বিবেকের স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় এই সুস্পষ্ট সাংবিধানিক জামানতের পরে (উলামাদের) উল্লিখিত দাবী সাংবিধানিক পর্যায়েও আদৌ বিবেচনার যোগ্য নহে। (ক্রমশঃ)

অনুবাদক :— মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ** (সদর মুরুব্বী)

দুশমন আমার ক্রমবর্ধমান উন্নতির পথে বহু প্রকারের অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবে কিন্তু সেগুলি আল্লাহতায়ালা অপসারিত করিয়া দিবেন।

[মলফুজাত, সপ্তম খণ্ড]

—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

সংবাদ

মুন্সীগঞ্জ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দ্বিতীয় সালানা জলসা

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে মুন্সিগঞ্জ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার দ্বিতীয় সালানা জলসা স্থানিয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে বিগত ২০ ও ২১শে এপ্রিল ১৯৮৪ ইং রোজ শুক্রবার ও শনিবার অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্‌। শুক্রবার বিকাল ৩টা হইতে ৬টা এবং শক্রিবার সকাল ৮টা হইতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দুইটি অধিবেশনে এই জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম হোসেন সাহেব। কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা শুরু হয়। এই অধিবেশনে হযরত রসুল (সাঃ)-এর জীবন ও শিক্ষা, সাদাকাতে হযরত মসিহ মাউদ-(আঃ) ও ওফাতে ঈসা (আঃ) বিষয়ের উপর সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জনাব মস্তোফা আলী সাহেব, মৌঃ আবদুল আজীজ সাদেক সাহেব, সদর মুরুব্বী এবং মৌঃ সলিমুল্লাহ্‌ সাহেব, সদর মোয়াল্লেম।

শনিবার সকাল ৮টা হইতে দ্বিতীয় অধিবশন শুরু হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রিকাবী বাজারের বিষিষ্ট আহ্‌মদী জনাব আবদুর রউফ সাহেব। এ অধিবেশনে খতমে নবুওত, মালি কোরবানীর গুরুত্ব, নেযামে খেলাফত এবং তালিম-তরবিয়ত ও তবলীগ বিষয়বস্তুর উপর যথাক্রমে সারগর্ভ ও ঈমান উদ্দীপক বক্তৃতা দান করেন মৌঃ সলিমুল্লাহ্‌ সাহেব, সদর মোয়াল্লেম, মোহাম্মদ আজহার উদ্দিন খন্দকার, নাযেম মাল বাঃ খোঃ আঃ, মৌঃ আবদুল আজীজ সাদেক সাহেব, সদর মুরুব্বী এবং জনাব মোস্তফা আলী সাহেব। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন স্থানীয় জমাতের জনাব নুরুজ্জামান সাহেব।

জলসার উভয় অধিবেশনে স্থানীয় অঞ্চল হইতে বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু ও গায়ের আহ্‌মদী ভ্রাতাসহ সর্বমোট প্রায় ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য যে, জলসার প্রথম অধিবেশন শেষে মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ায় বিশেষ অধিবেশন হয়। এ অধিবেশনে মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও রিকাবী বাজারের প্রায় ২২ জন খোদ্দাম-আতফাল উপস্থিত ছিলে। সংবাদদাতা—**মোঃ আজহার উদ্দিন খন্দকার**

স্পেনে চারজনের ইসলাম গ্রহণ

কর্ডোভা (স্পেন)—কেন্দ্রীয় মোবাল্লেগ জানাইয়াছেন, পেড্রোআবাদ ও কর্ডোভার সকল আহ্‌মদী 'দায়ী ইলাল্লাহ্‌' হওয়ায় ওয়াদা বদ্ধ হইয়া ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োজিত রহিয়াছেন। তাহাদের এই নেক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে আল্লাহর ফজলে চারজন যুবক কলেমা পাঠ করিয়া ইসলামে দাখিল হইয়াছেন। তাঁহাদের ইসলামী নাম হইল—মোবারক আহমদ, রিশারত আহমদ, তাহের আহমদ এবং নাসের আহমদ।

আহ্‌বাবে-জামাত দোওয়া করুন, আল্লাহতায়ালা যেন আমাদের দায়ী-ইলাল্লাহদিগের কর্ম প্রচেষ্টায় বরকত দান করেন এবং স্পেন পুনরায় আর একবার ইসলামের আলোকে আলোকুজ্জ্বল হইয়া উঠে। (আলফজল, ১৮ই এপ্রিল' ৮৪ইং)

সিন্ধু প্রদেশে একজন আহমদী ছুরিকাঘাতে শাহাদাত বরণ করেন

মেহরাবপুর (জিলা নওয়াবশাহ, সিন্ধু প্রদেশ, পাকিস্তান)-এর জামাত আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদ সাহেব (পিতা চৌধুরী সুলতান আলী সাহেব) কে একজন নিষ্ঠুর পাষাণহৃদয় ব্যক্তি ছুরিকাঘাতে শহীদ করিয়া দেয়। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন। শহীদ মরহুমের বয়স ছিল ৪৪ বৎসর। তিনি ১০ই এপ্রিল প্রায় পৌণে এগারটার সময়ে একজন গয়র আহমদী আলেম মৌঃ শাহ মোহাম্মদ সাহেবের সহিত তাহার গৃহে রোগশয্যায় দেখা করিয়া ফিরিবার পথে বাজারে সাজ্জল সুমরু নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করে। ইহাতে তিনি ভীষণভাবে আহত হইয়া পড়েন এবং এই আক্রমণের দুই ঘণ্টার পর পরলোকগমন করেন।

মরহুমের নামাজ-জানাযা মেহরাবপুরে আদায় করা হয়, তারপর তাঁহার শবদেহ রাবওয়া নীত হইলে (মেহেতু তিনি ওসীয়তকারী ছিলেন) ১২ই এপ্রিল ফজরের নামাজের পর পুনরায় তাঁহার নামায-জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল সংখ্যক রাবওয়াবাসী উহাতে শরীক হন এবং অত্যন্ত সুশৃঙ্খলরূপে শহীদকে শেষ বারের মত দেখিবার সুযোগ লাভ করেন।

(আল-ফজল ১৫ই এপ্রিল ৮৪ইং)

অনুবাদ ও সংকলন :— **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,** (সদর মুরুব্বী)

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় ?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক :—এইচ, পি, বি, ল্যাবরেটরীজ

পরিবেশক :—হোমিও প্রচার ভবন,

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।

১, আবদুল গণি রোড,

জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা—২ ফোন : ২৫৯০২৪

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব্ আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমরই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুন্নাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী,, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দুরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না না কেন, তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে ; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে, এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায় কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পাশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ ও রসুল করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লমের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেস মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয়-সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মওউদ (আ:) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দুরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না না কেন, তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে ; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমুহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে, এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায় কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পাশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ ও রসুল করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লমের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেস মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয়-সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar